আলমডাঙ্গায় সাইকেল-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

আলমডাঙ্গায় বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টায় উপজেলার বলেশ্বরপুর-কাথুলি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি হলেন- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের কাথুলি গ্রামের মৃত করিম মালিথার ছেলে আলফাজ হোসেন (৫৫)। আহতরা হলেন- একই ইউনিয়নের দিগড়ী গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে আনারুল
(২৩) ও হারুনের ছেলে কাউসার (২২)। আহত দুই যুবক চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত রয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বলেশ্বরপুর বাজার থেকে জ্বালানি তেল কিনে বাই-সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন আলফাজ হোসেন। পথে কাথুলি-বলেশ্বরপুর সড়কের মাঠ সংলগ্নে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুত গতির মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই আলফাজ নামের বাইসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়। এতে আনারুল ও কাউসার নামের মোটরসাইকেল চালক এবং আরোহী গুরুতর আহত হন। পরে পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় দু’যুবককে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করে।

নিহতের স্ত্রী বেদেনা খাতুন বলেন, জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য বাইসাইকেলযোগে জ্বালানি তেল কিনতে বের হয়েছিলেন আমার স্বামী। কিছুক্ষন পর শুনি একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। ঘটনাস্থলেই আমার স্বামী মারা গেছেন।

জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাদিয়া মা-আরিজ বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই আলফাজের মৃত্যু হয়। আহত দুজনের অবস্থা আশংকাজনক।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এক্সিডেন্টের খবরে ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় ইজিবাইক-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বামী নিহত, আহত স্ত্রী

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক হারুন উর রশিদ নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা স্ত্রী শামসুন্নাহার মিনা আহত হয়েছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা ব্র্যাকমোড়ের অদূরে কবর স্থানের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত শামসুন্নাহার মিনা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত হারুন উর রশিদ দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত আঃ আজিজের ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিসের অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলী বলেন, মোটরসাইকেলটি চুয়াডাঙ্গামুখী এবং ইজিবাইকটি চুয়াডাঙ্গা থেকে দামুড়হুদার দিকে আসছিল। পথি মধ্যে দামুড়হুদা ব্র্যাকমোড় পার হয়ে কবর স্থানের কাছে পৌঁছালে মোটরসাইকেল-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীকে (স্বামী-স্ত্রী) উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ঘণ্টাখানেক পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় হারুন উর রশিদের মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এএসআই আশরাফ আলী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্বামী-স্ত্রীকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘণ্টাখানেক পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্বামী মারা যান। তার স্ত্রীর চিকিৎসা চলছে।

দর্শনা-কার্পাসডাঙ্গা সড়কে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত ১,আহত ১

দর্শনা-কার্পাসডাঙ্গা মহা-সড়কের দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই রাতুল মোল্লা (২৩) নামের এক মোটরসাইকেল চালক কলেজ ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধা সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনক – মুজিবনগর সড়কের রুদ্রনগর মাদ্রাসার সামনে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনাটি ঘটে।

এসময় মূর্শিদ আলম (৩০) নামের গুরুত্বর আহত অবস্থায় মোটরসাইকেল চালককে উদ্ধার করে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। নিহত মোটরসাইকেল চালক রাতুল মোল্লা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের আনন্দবাজার পাড়ার সেতু ওরফে হকো মোল্লার ছেলে ও আহত মোটরসাইকেল চালক মুর্শিদ আলম একই উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের উঠতিপাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে।

এ দূর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দূর্ঘটনার কবলে পড়া দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে দর্শনা থানা হেফাজতে নিয়েছে।

আজ বুধবার সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের আনন্দবাজার পাড়ার সেতু ওরফে হকো মোল্লার ছেলে রাতুল মোল্লা (২৩) নিজ গ্রাম হতে দর্শনার দিকে যাচ্ছিল। এসময় পথিমধ্যে সড়কের রুদ্রনগর মাদ্রাসার সামনে পৌছালে বিপরিত দিক থেকে দর্শনা অভিমুখ হতে আসা একই উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের উঠতিপাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে মুর্শিদ আলমের (৩০) মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাতুল মোল্লা (২৩) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় আর মারাত্বক ভাবে আঘাত পেয়ে গুরুত্বর আহত হয় মূর্শিদ আলম নামের অপর মোটরসাইকেলের চালক।

এ দূর্ঘটনায় নিহত রাতুল মোল্লার লাশ বাড়িতে নেওয়া হয় ও গুরুত্বরভাবে আহত মুর্শিদ আলমকে স্থানীয় ও পথচারীদের সহযোগীতায়

চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে।

নিহত রাতুল মোল্লা দর্শনা সরকারী কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ও আহত মূর্শিদ আলম পেশায় পান ব্যবসায়ী।

এ দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল হতে নিহত রাতুল মোল্লার ইয়ামাহ আরএক্স ১০০ সি:সি: যার রেজিঃ নং-(রাজশাহী-হ-১১-১৫৮১) ও গুরুত্বর আহত মুরশীদ আলমের ডাউন (ঝিনাইদহ-হ-১১-৮৫২৪) মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ দূর্ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন নিহতর ঘটনায় থানায় এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ হয়নি। তবে নিহত রাতুলের লাশ পরিবারের নিকট হতে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হতে পারে।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ; আহত ১

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোটরসাইকেল আরোহী সেলিম রেজা তপন মাইক্রোবাসের ধাক্কায় আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার দুপুরের দিকে আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের যাদবপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারাত্মক আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেলিম রেজা তপন যাদবপুর গ্রামের মৃত সোবহান মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান,কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপন দুপুরের দিকে হারদীর থেকে মোটর সাইকেলযোগে আলমডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। যাদবপুর মোড়ের নিকট মসজিদের সামনে পৌঁছালে দুর্গাপুরের দিকে থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সাথে মুখোমুখি

সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে সেলিম রেজা তপনের মুখে আঘাত লেগে রক্তাক্ত জখম হয়।

এ সময় তার জিকসার মোটর সাইকেলে দুমড়ে মুচড়ে যায়। মারাত্মক আহত তপনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে হারদী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসার নামক স্থানে প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মেহেদি হাসান (৩০) নামের মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও একজন। নিহত মেহেদি হাসান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গাড়ামারা গ্রামের রাফিউল ইসলামের ছেলে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর আবাসন প্রকল্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরে মোটরসাইকেল যোগে সহকর্মীর সাথে ঝিনাইদহ থেকে গাড়াগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলো সদর উপজেলার গাড়ামারা গ্রামের দোকান কর্মচারী মেহেদি হাসান। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেটকারের সাথে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মেহেদি হাসান মারা যায়। আহত হয় তার সহকর্মী।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আহতকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙা দাসপাড়ায় মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর আহত যুবক রাজিব চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের দাসপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশের সড়কে গত ২৮ জানুয়ারী বিকেলে দুটি মোটর সাইকেলে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আলমডাঙ্গার উপজেলার কুলপালা গ্রামের প্রবাসি মোসলেম উদ্দিনের ছেলে মামুন (২২) ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে ভিশন ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ রাজিব (৩০) মারাত্মক জখম হয়।

এ সময় দুটি মোটর সাইকেলই দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত দু’জনকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার হারদী হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মামুনকে মৃত ঘোষনা করেন।

আহত রাজিবকে মুমুর্ষ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

ওই রাতেই রাজিবকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮দিনের মাথায় আজ রোববার রাজিবও মারা যায়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]